3

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 0.4 NOV 1995
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

পরীক্ষার ফলাফল নিয়া প্রশ্ন

রেজাসুর রহমান ॥ পরীক্ষার ফলাফল ও কম্পিউটার কার্যক্রম নিয়া জনমনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়ায় ঢাকা বোর্ড বিপাকে পড়িয়াছে। সম্প্রতি প্রকাশিত এইচ, এস সি পরীক্ষার ফলাফলে অকৃতকার্যের সংখ্যা বেশী হওয়ায় বোর্ড এখন নানা প্রশ্নের সম্মুখীন। অকৃতকার্যদের অনেকেই গত এক সপ্তাহ ধরিয়া জাতীয় প্রেসক্লাব সহ বোর্ডের

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

পরীক্ষার ফলাফল নিয়া

(১ম পৃঃ পর)

সম্মুখে একটানা বিক্ষোভ সমাবেশ করিয়াছে। তাহাদের অনেকেই এইচ, এস সিতে ষ্টার মার্ক পাওয়া ছাত্র-ছাত্রী। কেউ কেউ স্বয়ং বোর্ডের চেয়ারম্যানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ধীর স্থির ভাষায় প্রতিবাদের সুরে বলিয়াছে, আমরা ফেল করার মত পরীক্ষা দেই নাই। এসএসসি পরীক্ষায় ৩৮ নম্বর জটিলতার উল্লেখ করিয়া দাবী করা হইতেছে 'নিশ্চয়ই আবারও এইরূপ কিছু ঘটিয়াছে।

গতকাল একদল ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমিরউদ্দিন সরকারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের সমস্যা তুলিয়া ধরিলে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের আশ্বাস দিয়া বলেন, যাহারা ফলাফল নিয়া বিভ্রান্তিতে ভুগিতেছে তাহারা ফলাফল পুনঃ নিরীক্ষণের জন্য বোর্ডে আবেদন করিতে পারে। অবশ্যই সুবিচার পাইবে। শিক্ষামন্ত্রীর আশ্বাসের প্রেক্ষিতে ছাত্ররা তাহাদের অব্যাহত বিক্ষোভ পালনের কর্মসূচী আপাতত স্থগিত ঘোষণা করিয়াছে।

কম্পিউটার ব্যবস্থায় ফলাফল প্রকাশের শুরু হইতেই সংকট লাগিয়া আছে। বিশেষ করিয়া ৩৮ নম্বরের জটিলতায় বোর্ডের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হইয়াছে বেশী। অথচ এই জটিলতার জন্য কম্পিউটার মোটেই দায়ী নয়। ফলাফল নিয়া জনমনে বিভ্রান্তি দূর করার জন্য ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে। দুই-এক দিনের মধ্যে ফলাফল প্রস্তুতকরণ পদ্ধতি সরেজমিনে দেখানোর জন্য বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিকে আনুষ্ঠানিকভাবে কম্পিউটার কেন্দ্রে ডাকা হইবে। ফলাফল তৈরীর উপর বিশেষ অনুষ্ঠানমালা রেডিও-টেলিভিশনে প্রচার ও প্রদর্শনের চিন্তা-ভাবনাও করা হইতেছে। কোন বিশেষ অভিযোগের ভিত্তিতে প্রশ্নোত্তর পর্বের আয়োজন থাকিবে এই অনুষ্ঠানে। যথাশীঘ্র সম্ভব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় এই কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে। ইহা ছাড়া ফলাফল প্রস্তুত প্রক্রিয়ার সহিত জড়িতদের আরও প্রশিক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে। একটি সূত্রের মতে, কম্পিউটারে ফলাফল প্রকাশের পর হইতে বোর্ডের এক শ্রেণীর কর্মচারী-কর্মকর্তার পূর্ণ সহযোগিতা নাই। তাহাদের গা ছাড়া ভাব। বোর্ডের ফলাফলের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়া প্রশ্ন উঠায় কেউ কেউ কম্পিউটার পদ্ধতি বাতিল করার দাবী তোলা যায় কিনা ভাবিতেছেন।